কালো বুটের নীচে আবারো বাংলাদেশ...আফগানিস্তান আর কতদুর!!!

সদেরা সুজন

বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে দৃশ্যগুলো দেখে ভাবছিলাম আমরা কী আবার মধ্যযুগে চলে গেছি? যেখানে আইন নেই, শাসন নেই, বিচার নেই, মানবতা নেই, মানবিকতা নেই শুধুই বর্বরতা জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন-হত্যা ধর্ষণ- মিথ্যাচার আর মৃত্যুর হোলিখেলা। প্রিয় পাঠক, আমি বাংলাদেশের কথা বলছিলাম। ইদানীং ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের যে চিত্র দেখছি তা দেখে মনে হয় বাংলাদেশে এখন মধ্যযুগীয় জঘন্য বর্বরতা চলছে। খালেদা-নিজামীর জংলী শাসনে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ। কালো বুটের নীচে ফের বাংলাদেশ। হিটলারী কায়দায় চলছে অপ্রতিরোধ্য বর্বরতা। এত বিচিত্র বর্বরতা বোধহয় এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের কোথাও হ"ছে না। কিংবা এর আগেও কোনো নির্বাচিত সরকারের পরিচালনায় কোন দেশে হয়নি যা এখন হ"ছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশ মানেই এখন গ্রেনেড আর বোমা হামলার দেশ। বাংলাদেশ মানেই এখন ইতিহাস বিকৃতির দেশ। বাংলাদেশ মানেই সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচারের জনপদ যেখানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচার করা হয়। বাংলাদেশ মানেই খুন ধর্ষণ আর হত্যাযজ্ঞের দেশ। বাংলাদেশ মানেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের দেশ। বাংলাদেশ মানেই তারেক বন্ধনার দেশ। বাংলাদেশ মানেই রাষ্ট্রীয় দুর্নীতিবাজদের দেশ। বাংলাদেশ মানেই অপারেশন ক্লীনহার্টের নামে মানুষ মারার (মানুষ হত্যা করে হার্টএটার্কের কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে) দেশ। বাংলাদেশ মানেই ক্রস ফায়ারের (এক পক্ষের ফায়ার) দেশ। বাংলাদেশ মানেই মৌলবাদী তালেবানদের দেশ, বাংলা ভাই-ইলিয়াস ভাই- ভিপি জয়নাল ভাই- ফালু ভাই আর তারেক ভাইর দেশ। বাংলাদেশ মানেই নব্য হীটলারের দেশ। বাংলাদেশ মানেই স্বৈরাচারী+মৌলবাদী = মৃত্যুপুরীর দেশ।

প্রিয় পাঠক, সম্প্রতি হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে গ্রেনেড হামলায় অসময়ে নিহত হয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা পুর"ষ, আন্জর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক, সাবেক কূটনীতিক, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য, লেখক ও সম্পাদক এবং একজন জাতীয় সংসদ সদস্য শাহ এ এমএস কিবরিয়াসহ পাঁচজন। এই মর্মান্তি হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে খালেদা নিজামী নামের এই মৌলবাদী সরকারের বির"দ্ধে সারা দেশ প্রতিবাদ ঘৃণা আর ধিক্কারে ফোঁসে উঠলে ঘাতক স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হিটলারের নাৎসী আর গেস্টাপো বাহিনীর মতো সারা দেশে জংলী শাসন শুর" করে। এই জংলী শাসনের হিংস্র নারকীয় তান্ডব ছিলো মধ্যযগীয় বর্বরতার চেয়েও জঘন্য। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দেওয়া বাংলার বীর সন্তান সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারসহ শহীদের রক্তে ভেজা পবিত্র মাসে ফের এই হিংস্র তান্ডবের ক্ষত-বিক্ষত মানুষের দিকে চেয়ে এই হাজার হাজার মাইল দুর প্রবাস থেকে নিজের অজান্তে চোখ বেয়ে পানি নেমে আসে আর প্রতিবাদে-ঘৃণা-ধিক্কারে আমি বাকর"দ্ধ হয়ে পড়ি আর তখন জলে ভেজা চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সালের বর্বরতার ছবি, ভেসে ওঠে আশির দশক থেকে নব্বই দশকের স্বৈরাচারীদের তান্ডব। ভাবছিলাম এত জালিম সরকাররাতো কেউই টিকে থাকতে পারেনি। জনতার র"দ্ররোষে খড়খুটের মতো ভেসে গিয়েছিলো কত স্বৈরাচারী দাম্ভিকরা। তারপরে হিসেব মিলাতে পারছিলাম না এজন্য যে একের পর এক বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে

ফেলবে আর তার প্রতিবাদ করা যাবে না? এ কোন্ দেশ? এ কোন বর্বরতা? এ কোন শাসন? এ কোন্ সভ্যতা? এ কোন জাতির অবাঞ্চিত উত্থান? জননেতা কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে হরতালের শেষ দিনে (সম্ভবত ফেব্র"য়ারির ১৫ তারিখ,২০০৫) দেখলাম ঢাকার রাজপথে কী করে শাসকরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মরন কামড় দি"ছে, দেখছিলাম সারা ঢাকার রাজপথ দখল করে আছে হাজার হাজার পুলিশ-বিডিআর-র‍্যাব-চিতা-ক্যাট-ডগ আর ক্যাডার নামের নর পশুরা। দেখছিলাম কী করে কালো বুট দিয়ে লাথি মারছে সাবেক জাতীয় সংসদের সদস্য এবং ঢাকার খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতা হাজী সেলিমসহ আন্দোলনকারী নেতা কর্মীদেরে, দেখছিলাম কী করে মহিলাদের ওড়না আর শাড়ী ধরে টানছে, দেখছিলাম দলীয় ক্যাডার বলে পরিচিত ছাত্রদল-যুবদল আর ছাত্র শিবিরের সশস্কর্মীরা মহিলাদের চুল ধরে টেনেহিঁচড়ে কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে বেআব্র" করছে এবং পুলিশের হাতে তুলে ধরছে। এমন নিষ্ঠুরতম বর্বরতা এর আগে আমি দেখিনি।

অপ্রতিরোধ্য গ্রেনেড আর বোমাবাজি করে সকল প্রগতিশীল মুক্তমনাকে হত্যা করার গভীর চক্রান্ত এবং মৌলবাদী জঙ্গীরা ক্ষমতায় যাওয়ার পরিকল্পনা এখন দেশের মতো সারা বিশ্ববাসী জেনে গেছে। সারাদেশে মৌলবাদীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমন সেটাই প্রমান করছে। দেশের প্রতিটি স্থরে সামরিক বাহিনী-পুলিশ-প্রশাসন-সরকারী কর্মকর্তা-থেকে দেশের প্রত্যেকটি স্থান এখন মৌলবাদীদের দখলে। সিলেট থেকে বাগেরহাট, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া দেশের সবকানে এই মৌলবাদীরা গ্রেনেড আর বোমা নিয়ে প্রস্তুত একটি তালেবানী রাষ্ট্র করার জন্য যা প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রত্রিকায় তথ্যসম্স্লুন্ন সংবাদ বের হ"ছে। সারা দেশে চার দলীয় খালেদা নিজামীর সরকারী বাসর রাতের বন্ধু যুদ্ধাপরাধী নিজামীর দল জামাতে ইসলামীর নেতা কর্মীরা বাংলাদেশকে আফগানিস্থান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, লাদেনের ক্যাসেটসহ বিভিন্ন রকমের জেহাদী কর্মসুচী চালা"ছে, খোদ রাজধানীতেই তালেবানী পতাকা অচিরেই তুলবে বলে ঘাষণা দিয়েছে। যা দেখে আমার মতো অনেকেই অভিমত প্রকাশ করছেন যে, বাংলাদেশ অবশ্যই খালেদা নিজামীর নেতৃত্বে আফগানের মতো তালেবানী রাষ্ট্র হবে, মৃত্যুবরণ করবে দেশের লাখ লাখ প্রগতিশীল নেতাকর্মী। দেশের প্রশাসন- সামরিক বাহিনী-পুলিশ বাহিনী থেকে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন করবে মৌলবাদী সমর্থকরা, দেশে থাকবে না কোন অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ। নিষিদ্ধ করা হবে মহিলাদের কমসংস্থান, বোরকা কিংবা হেজাব পড়তে বাধ্য করা হবে, হত্যা করা হবে নিষ্ঠুরভাবে সব প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের, ভেঙ্গে দেওয়া হবে দেশের সকল শহীদ মীনার, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্ম্ভ, আওলিয়াদের মাজার,....।

দেশ চালাবে নিজামী আর সাঈদীর মতো কিছু লাদেনরা। ওরা লাদেনের মতো অসংখ্য নারীকে সম্ভোগ করবে রাতে মদ খেয়ে ইসলামী বিপ্লব বাস্বায়িত করবে লাখ লাখ নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে।

তারপরে পৃথিবীর দিকে চোখ রাখলে হতাশ হবার কিছুই নেই, বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ মরবে কিন্তু এসব মৌলবাদী হিংস্র হায়েনারা বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না আফগানিস্নানের মতো, আবারো কোনা কোন দেশ এগিয়ে আসবে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হয়তো মরবে নয়তো চিরদিনের জন্য সুন্দর বনের গহীন গহ্বরে নয়তো চট্টলার গহীন পাহাড়ে নির্বাসিত হবে সাঈদী-নিজামী-খালেদার মতো নব্য লাদেনরা।

মন্ট্রিয়ল/ ২০.২.২০০৫
সদেরা সুজন ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী